IB DIPLOMA PROGRAMME
PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI
PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI

M06/1/A1BEN/SP1/BEN/TZ0/XX

22060031

BENGALI A1 – STANDARD LEVEL – PAPER 1
BENGALI A1 – NIVEAU MOYEN – ÉPREUVE 1
BENGALÍ A1 – NIVEL MEDIO – PRUEBA 1

Monday 22 May 2006 (morning)
Lundi 22 mai 2006 (matin)
Lunes 22 de mayo de 2006 (mañana)

1 hour 30 minutes / 1 heure 30 minutes / 1 hora 30 minutos

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

- Do not open this examination paper until instructed to do so.
- Write a commentary on one passage only. It is not compulsory for you to respond directly to the guiding questions provided. However, you may use them if you wish.

INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

- N'ouvrez pas cette épreuve avant d'y être autorisé(e).
- Rédigez un commentaire sur un seul des passages. Le commentaire ne doit pas nécessairement répondre aux questions d'orientation fournies. Vous pouvez toutefois les utiliser si vous le désirez.

INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS

- No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
- Escriba un comentario sobre un solo fragmento. No es obligatorio responder directamente a las preguntas que se ofrecen a modo de guía. Sin embargo, puede usarlas si lo desea.

নিচে দেওয়া দুটি রচনার মধ্যে একটাই বেছে নিয়ে তার সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

১ (ক)

এখন আনোয়ার আলির বেশ মুড়ে থাকার কথা। এই তো কিছুক্ষণ আগে সে বড়োলোক বন্ধুর বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণে ধানমন্ডির মস্ত এক বাড়িতে গিয়েছিলো। ভিতর ধানমন্ডির খুব সুসজ্জিত, অভিজাত ও আধুনিক বাড়ি। প্রচুর পরিমাণে ভালো-ভালো মেয়ে দেখা গেছে, কয়েকজনের সঙ্গে এমনকি আলাপও হলো। সমস্ত বিয়েবাড়ির কুলীন কলরব অন্তত সপ্তাহখানেক শরীরে সুখ উদ্রেক করবে।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। ওদের সরু গলির মুখে ঢুকেই আনোয়ার আলি বিরক্ত ও দুঃখিত হয়ে পড়লো। তার বিরক্তির কারণ এইসব : গলির নালায় কালচে হলদে রঙের ঘন জল ল্যাম্পোস্টের ফ্যাকাশে আলোতে ঘোলাটে চোখে নির্লিপ্ত তাকিয়ে থাকে। নালার তীরে মানুষ ও কুকুরের অপকর্ম কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমায়। আর, আর এইসব লোকজন ! পাড়ায় অধিবাসীরাও তার বিরক্তির একটি কারণ। নাইট শো ছবি ভাঙতে এখনো আধঘন্টা, পাড়ার তরুণ সমাজ মেয়ে দেখবে বলে এখন থেকেই পাঁয়তারা কষে। গলির বাঁ দিকে বড়ো রাস্তায় চলছে জুয়ার জমাট আড্ডা। আহমদিয়া হোটেল এ্যান্ড রেস্টুরেন্টে বিশ বছর আগেকার 'ছোড়ে বাবুল কা ঘর' বিরতিহীন বাজে। এখন রাত্রি সোয়া এগারোটা, আরো ঘন্টা দুয়েক এই কর্কশ কোলাহলের কাল।

আনোয়ার আলির দুঃখের কারণ : এই অঞ্চল এবং সন্ধ্যাবেলার উৎসবমুখর বাড়ি ও ঐ এলাকা তার বিরক্ত চিত্তে পাশাপাশি অবস্থান করে। ধানমন্ডির রাস্তা সবই চওড়া, মসৃন, নোতুন ও টাটকা। দুধেল আলোর নিচে গা এলিয়ে তারা আলো পোহায় ; শুয়ে-শুয়ে দেখে, মাথার ওপর অনন্তকাল বিরাজ করছে রহস্যময় মহাশূন্য। দেশী-বিদেশী মেয়েমানুষভরা গাড়ি একেকটা রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে, উড়াল দিচ্ছে অন্য কোনো ইন্দ্রপুরীর দিকে। সম্মানজনক দূরত্ব নিয়ে পকেটে-হাত দাঁড়িয়ে আছেন মনিমুক্তাখচিত বড়ো-বড়ো সব প্রাসাদ। বোঝা যায় ঐসব নিষিদ্ধ গ্রহ-নক্ষত্রে কোয়ার্টার ডজন হাফ ডজন রূপসী অন্য কোনো ভাষায় বাক্যালাপ করে। এই সেতারে মালকোষ ধরলো কি হাই তুলতে-তুলতে বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছে মন্থর আঙুলে। মুনতাসির কি ইশতিয়াক কি আহরার এলে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এল পি চালিয়ে দিয়ে স্যোসালিজম সম্বন্ধে গল্প করছে কি নরম গলায়। আবার এরই ফাঁকে-ফাঁকে সময় করে লোনলিনেসে কি মিষ্টি কষ্ট পায়। তখন আর উপায় থাকে না, পুরো দুটো ঘন্টা এয়ার কন্ডিশনের ওপর ফুল স্পিড পাখা চালিয়ে ডিউক এলিংটন শোনে।

আর দেখো এখানে ! এই দুপুর রাতে আটটা-নটা কুত্তা দৌড়ে বেড়াচ্ছে একবার গলির এমাথায়, একবার ওমাথায়। কুকুর কি আর ওদিকে নেই ? ওদিকেও আছে। বিয়ে বাড়িতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন। কি গম্ভীর তাঁর মুখ, কি তাঁর চেহারা ! কি ডাঁটে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছিলেন মৃদু-মৃদু। মনে হয় বাঙলা ফিল্মের জমিদারবাবু দোতলার ব্যালকনিতে ডেক চেয়ারে বসে পা দোলাতে-দোলাতে সূর্যাস্ত উপভোগ করছেন। এইসব কুকুর দেখলেও মনের মধ্যে ভক্তিভাব জেগে ওঠে।

আর দেখো, পাড়ার কুত্তার বাচ্চাদের একবার দেখো ! সবগুলো শালা নেড়ি, গায়ে লোম নেই একফোঁটা, শরীর ভরা ঘা নিয়ে কেবল কুঁইকুঁই গোঙায়। একেকটা আবার কোনো কোনো ছোটো লোকের বাচ্চার মতো যা-তা খেয়ে ধ্যাবড়া মোটা হয়েছে, তাকিয়ে থাকে ভাবলেশহীন চোখে, ল্যাম্পোস্ট পেলেই ছিরছির পেচ্ছাব করে।

নিজের ঘরে ঢুকলে মনে হয়, এই ঘর ঐ গলিরই একটা বাইলেন। সেই ভিজেভিজে ভ্যাপসা ভোঁতা গন্ধ, ৪০ পাওয়ারের টকটক আলোর ভেতরে ঘুম-থেকে-ওঠা সালেহা
৪০ বেগমের পুরু ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটা হলুদাভ ও একটা শাদা দাঁত নির্লজ্জ উঁকি দেয়। সালেহা বেগম তার স্ত্রী, তার স্ত্রীর ঠোঁটের কোণে লালার আভাস, সমগ্র মুখমণ্ডলে গ্রাম্যতা, কেবল গ্রাম্যতা তোতলায়।

সূত্র: আখতারুজ্জামান ইলিয়াস: 'উৎসব'। গল্পসংগ্রহ। কলকাতা, একুশে, ১৯৯৩; পৃষ্ঠা ১১-১২।

— 'উৎসব' গল্পের উদ্ধৃত অংশটির বিষয় কী?

— উদ্ধৃত অংশের আখ্যানে আনোয়ার আলীর উপস্থাপনা এবং ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখুন।

— আখ্যানে বিপরীত উপাদানের প্রয়োগ বিশ্লেষণ করুন।

— উদ্ধৃত অংশের ব্যঙ্গের ব্যবহার সম্বন্ধে মন্তব্য রাখুন।

১ (খ)

কান্না

সমস্ত যন্ত্রণা বুঝি
শুদ্ধ করে রাখা যায়
অসাড় স্নায়ুতে,
মোছা যায় সমস্ত বিষাদ
স্মৃতির গহনে কিংবা শ্রুতির প্রত্যয়ে।
শুধু এক কান্না গভীরের
কিছুতেই হয় না নীরব।

ধ্বনি তার সূক্ষ্ম সূচীমুখ
ভেদ করে যবনিকা
সপ্তস্তর মায়ার, মোহের
নিত্য করে সব বাঁচা
বিক্ষত জর্জর।

সে কান্না, কিসের ? কেন ?
এইটুকু জানি
হৃদয়ের সে রোদন
নয় কোনো কামনার
দেহাতীত অথবা পার্থিব
সিদ্ধি কিংবা পরম মোক্ষের,
সে কান্না সান্ত্বনাহীন ধ্রুব অবিরাম
নিজেকে দেখার আয়না
সব বুঝি ভাঙা বলে শুধু।

সূত্র: প্রেমেন্দ্র মিত্র: 'কান্না'। প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা, দে'জ, ১৯৮৭; পৃষ্ঠা ১২৪।

— এই কবিতাটির বিষয় কী ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে?

— লেখক কবিতার গঠন দিয়ে কী ভাবে অর্থ সৃষ্টি করেছেন?

— কবিতার তৃতীয় অংশের বিশ্লেষণ করে সেই 'নীরব না হওয়া' কান্নার বিবরন আর ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করুন।

— এ কবিতার উপর ভিত্তি করে লেখকের জীবনদর্শন সম্বন্ধে মন্তব্য রাখুন।